# যোগেন চৌধুরীর চিত্রকলা

## কমলকুমার মজুমদার

**যোগেন চৌধুরীর প্রদর্শনী**: আকাডেমী অব ফাইন আর্টস, ক্যাথেড্রাল রোড; ১৫ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল। যোগেন চৌধুরীর এই প্রদর্শনী আকাডেমী অব ফাইন আর্টস আয়োজন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

যোগেন চৌধুরী অল্পবয়সী। ইতিপূর্বে তাহার শিল্পকর্মের জন্য বহু প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছেন এবং ইহার কারণও আছে; আমরা যদি এই প্রদর্শনী দেখি, তাহা হইলে কয়েকাংশে বুঝিতে পারিব—তাঁহার ড্রইং-এ স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য বর্তমান। মুখ্যত, তাঁহার শিল্পকর্মে রেখার মাধুর্য, ড্রইং-এর অব্যর্থ ব্যঞ্জনা এবং কোথায় ড্রইং-ভাঙ্গন—বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই তিন এখন যদিচ এক হয় নাই এবং এখনও রঙীন হয় নাই।

এই একীভূত করা নিশ্চয়ই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলিবেন, অনেক রাত্রি দাহ করার ফল। সেই রাত্রি লাভ যোগেন চৌধুরীর সাধনায় অবধারিত হইতে পারে। কারণ মুখ্যত 'তিন' ভবিষ্যতে এক হইবেই। সে আশা তাঁহার ইদানীং ৫৭ খানি নানাবিধ চিত্র দর্শনে আমাদের হইয়াছে। কারণ তিনি প্লেন খুঁজিয়া পাইবেন। এখনও ফ্রেম, তথা যাহাকে সাধারণত সংস্থান বলে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে। চারিপাশের কাঠামো ধরিয়া সমগ্রতা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্রতা নির্মাণের এই ধারণা পৃথিবীর আবাল্য আছে। সেদিন পর্যন্ত য়ুরোপে — যাহাকে আমাদের দেশের লোক ইষ্ট বলিয়া মানে, সেখানেও ছিল, ফলে চাতুর্য সামান্য নক্সাবাজিতে পরিণত হইয়াছে। সমগ্রতা নির্মাণ অর্থাৎ এমন এক স্থানে আপন দক্ষতাকে লইয়া যাইতে হইবে, যেখানে বিষয়, চিত্র হইতে পারে। যোগেন চৌধুরী নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন চিত্র সংস্থান নয়। সংস্থান খণ্ড বাস্তবতা মাত্র।

যোগেন চৌধুরী সম্পর্কে যে সূত্রে আমরা আশা পোষণ করিতেছি, এখানে সেগুলি উল্লেখ করিব। যথা 'ইন দি নিয়ন লাইট (নং১২) এবং সঙ্গে সঙ্গে একই রঙেকৃত 'পট' (নং ১৩) এখানে রেখা অত্যন্ত কাব্যধর্মী। যদিও ছবিগুলি আয়তনে অতীব ক্ষুদ্র, তথাপি অত্যন্ত মনোজ্ঞ। 'প্রসাধন' (নং১১) এইখানিও নয়ন সুখকর। ইহা ব্যতীত অশ্বের কল্পনাগুলি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

এই সূত্রে বলা যায়, রঙকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে আমাদের চিত্রের মায়াকে বিশেষভাবে জানিতে হইবে। রঙ আর রেখা শুধু প্লেন স্ফিয়ার সঙ্কেতে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে তাহা আমাদের জানিতেই হইবে। যোগেন চৌধুরী নিশ্চয়ই আমাদের বক্তব্য বুঝিবেন।

আনন্দবাজার
বৃহস্পতিবার, ১১বৈশাখ, ১৩৭০
এপ্রিল, ১৯৬৩